সব জ্বালা দূরে গেল, বৈষ্ণবী ভাল হইল,
হরি ব'লে চক্ষে বহে নীর।
কহিছেন কাঁদি কাঁদি, ধন্য ধন্য ওড়াকান্দী
শুদ্ধ হ'ল আমার শরীর।।
হরিচাঁদ ভক্ত যাঁরা, পতিত-পাবন তাঁরা,
বিষ্ণু অবতার বিষ্ণু অংশ।
বীর রসে ধীরোত্তম, সবে বিষ্ণু পরাক্রম,
বিষ্ণু তেজ সব বিষ্ণু বংশ।।
যেমন শ্রীগৌরচন্দ্র আর প্রভু নিত্যানন্দ,
ভক্তবৃন্দ সেই অবতার।
হৃদয় শোধন করি, বলাইল হরি হরি,
এ হেন দয়াল নাহি আর।।
সেই প্রেম পেয়েছিল, তাহা জীবে পাসরিল,
ভুলিল প্রেমের মধুত্ব।
ত্যজিয়া অমৃত ফল, জীব গেল রসাতল,
বিষ ফলে হইল প্রমত্ত।।
খণ্ডাইতে কর্ম্ম বন্ধ, সেই প্রভু হরিশ্চন্দ্র,
এবে হল যশোবন্ত সূত।
হরিচাঁদ নাম ধরি, ওড়াকান্দী অবতরি,
নাম প্রচারিল প্রেম যুত।।
তাঁর যত ভক্তগণ, তাঁরা ভুবন পাবন,
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে।
আমিত অবিশ্বাসিনী, শ্রীহরি ভক্ত দ্বেষিনী,
শোধিল আমার কলেবরে।।'
গোলোক সুভদ্রাধ্যান, সুধার সমুদ্র বান,
পান কর প্রাণ বাঞ্ছাতরি।
কহিছে তারকচন্দ্র, মহানন্দের আনন্দ,
সাধু সব পিও কর্ণ ভরি।।

ভক্তা নায়েরীর মহোৎসবে গোলোক গোস্বামীর লীলাখেলা

নায়েরী করিল সাধু সেবা আয়োজন।
এ দিকে ঠাকুর দিতেছেন নিমন্ত্রণ।।
গোলোক পাগলে ডেকে বলে হরিচাঁদ।
'মহোৎসব করিবারে নায়েরীর সাধ।।
যাহ বাছা নিমন্ত্রণ করহ সবারে।
পরস্পর বলাবলি যে দেখ যাহারে।।
বৈশাখের সাতাশে, আঠাশে, ঊনত্রিশে।
তিনদিন মহোৎসব করিবে হরিষে।।
পূর্ব্বদিন অধিবাস ভোজ মধ্যদিনে।
শেষ দিন প্রহরেক নাম সংকীর্ত্তনে।।
মহোৎসবে বাজে কথা কহিতে দিবে না।
খা'বে আর হরিনাম গা'বে সর্ব্বজনা।।
'হরি' ভিন্ন আর নাহি ক'র গণ্ডগোল।
শুধুমাত্র বলাইবে সুধা হরিবোল।।'
সেইদিন হ'তে স্বামী গোলোক পুলকে।
মহোৎসব নিমন্ত্রণ আরম্ভিল লোকে।।
'জয় হরি বল জয় গৌর হরিবল।
নামের হুঙ্কার করি চলিল পাগল।।
আর দিন পাগল রাইচরণকে ল'য়ে।
উপনীত হইলেন বইবুনে গিয়ে।।
পাগল বলিল 'রাই তুমি বাড়ী যাও।
আমি আসিতেছি তাহা অগ্রে গিয়া কও।।
গঙ্গাচর্ণা আসিবার সময় কালেতে।
কলাতলা দেখা হ'ল নায়েরীর সাথে।।
নায়েরী রাইকে ধরি, বাড়ী পর নিল।
মহোৎসবের বার্ত্তা সব জানাইল।।
রাই কহে জানো না তো বৃত্তান্ত সকল।
তোমার এ নিমন্ত্রণ দিতেছে পাগল।